ই-মেইল/ফ্যাক্স/ডাকযোগে প্রেরিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং- ৩৩.০০.০০০০.১০৭.১৬.০০১.১৮-১০৯

তারিখ: ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ / ২৭ মে ২০১৮

**বিষয়ঃ ১৫/০৫/২০১৮ তারিখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৫/০৫/২০১৮ তারিখে **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত** সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কার্যবিবরণী-৪ পাতা।
কর্মকর্তাগণের উপস্থিতির তালিকা-৩ পাতা।

২৭.৫.২০১৮

(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)
উপসচিব (অ: দা:)
ফোন নং-৯৫৫১০০৭
E-mail: ds_budget@mofl.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রশাসন/প্রাণিসম্পদ-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/প্রাণিসম্পদ-৪/ব্লু ইকোনমি/নিরীক্ষা/প্রাণিসম্পদ-৩), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. চীফ ইনোভেশন অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়ার অনুরোধসহ)।
৫. যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা উইং, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
১০. উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১১. অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম।
১২. উপসচিব (সকল)/ উপপ্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অফিস কপি।

*E:\Budget Section\Minutes (Nikosh)\Forwarding.doc*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা

**বিষয়ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | নারায়ন চন্দ্র চন্দ<br>মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| সভার তারিখ | : | ১৫/০৫/২০১৮ খ্রি.। |
| সময় | : | বেলা ০৩.০০ ঘটিকা। |
| স্থান | : | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষ। |

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া হলো।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডলকে আহ্বান করেন। ভারপ্রাপ্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলা যেমন- বৃষ্টি, তাপমাত্রা এবং কালবৈশাখী ঝড় কখন বেশি হতে পারে ইত্যাদির পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইতোমধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খড়া, জলোচ্ছাস, সর্বোপরি বজ্রপাত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। Building Code এর মধ্যে বজ্রপাত নিরোধক Building তৈরির নির্দেশনা থাকতে হবে। গণপূর্ত ও গৃহায়ণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মানুষ এবং গবাদিপশু দুর্যোগকালীন সময়ে যাতে আশ্রয় নিতে পারে, সে জন্য "মুজিব কিল্লা" নামীয় একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে মর্মে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন। এ মন্ত্রণালয়কে হাওর অঞ্চলসহ সারা দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো জানান, এ মন্ত্রণালয়াধীন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের নিয়ে গত ০৯/০৫/২০১৮ তারিখে সভা করে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তগুলি তিনি সভায় পুনঃরায় উপস্থাপন করেন। সভার সভাপতি জানান যে, ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার জনমানব ও প্রাণিসম্পদের জীবন রক্ষার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান সর্বপ্রথম মাটির কিল্লা তৈরির নির্দেশনা দিয়েছেলেন। সে মতে নির্মিত ১৫৬টি মাটির ভিটি মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত। বন্যাপ্রবণ এলাকা ও হাওর অঞ্চলে মুজিব কিল্লা নির্মাণ এখন সময়ের চাহিদা। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। সুতরাং এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। অতঃপর সভার সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাদেরকে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

০২। চেয়ারম্যান (বিএফডিসি ) সভায় বলেন, গত বছর বন্যায় কাপ্তাই লেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সংস্কার করা হয়েছে। বন্যার সময় পাহাড়ের ঢালে নির্মাণকৃত পুকুরগুলো যদি Over Flow হয় তাহলে পোনা মাছ চলে যায়। পোনা মাছ যাতে নেট দিয়ে আটকে রাখা যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিবের উদ্ধৃতি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাওর অঞ্চলে Landing Station স্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

০৩। যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি) প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা তাদের Plan of Action তৈরি করার পক্ষে মত দেন। তিনি মিডিয়াতে বক্তব্য প্রচারের ক্ষেত্রে অধিকতর সর্তকতা অবলম্বনের জন্য গুরুত্বারোপ করেন।

০৪। যুগ্মসচিব (বাজেট) প্রস্তুতকৃত খসড়া Standard Orders on Disaster (SOD)-তে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ অধিদপ্তর/সংস্থার অনুকূলে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে করণীয় নির্দেশনাগুলো Plan of Action-তে অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য মতামত দেন।

০৫। যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পা উইং) বলেন, হাওড় অঞ্চলে মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৫০ টির অধিক প্রকল্প নেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য চাইলেও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের নিকট হতে তথ্য না পাওয়ায় তা প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কার্যকরভাবে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

০৬। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় বলেন যে, দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য জেলা পর্যায়ে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট Rapid Response Team রয়েছে। গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য জেলা পর্যায়ে ভ্যাকসিন পৌছানো হয়েছে। গত বছর হাওর এলাকার বন্য উপদ্রব জেলায় প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়েছে। এ বছরও অনুরুপ প্রস্তুতি রয়েছে। গবাদিপশুর অনেক খাদ্যের প্রয়োজন হয় বিধায় বন্যার আগাম প্রস্তুত হিসেবে কাচা ঘাস চাষ করে সংরক্ষণ করার জন্য Dairy Farm গুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আগাম প্রস্তুতি হিসেবে গবাদিপশুর জন্য ভ্যাকসিন এবং ঔষধ সংগ্রহে রাখার জন্য এবং বন্যার সময় গবাদিপশু ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের মধ্যে বিতরণ করার লক্ষ্যে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসমূহকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে Control Room খোলা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও Control Room খোলার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

০৭। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় বলেন, দুর্যোগকালীন সময়ে সদরদপ্তরসহ সকল বিভাগে Control Room খোলা হয় এবং Vigilance Team গঠন করে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করা হয়। আগাম প্রস্তুতি হিসেবে পানি ও মাটি পরীক্ষার জন্য কিটব্যাগ প্রস্তুত রাখা হবে। জনবলের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং অতিরিক্ত চাহিদা মন্ত্রণালয়কে জানানো হবে। হাওর অঞ্চলের কর্মকর্তাদের ছুটি ইতোমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্থ জেলে এবং খামারীদের যাতে তাৎক্ষণিকভাবে পুনর্বাসন করা যায় সে জন্য কিছু অর্থ সংস্থান রাখার অনুরোধ করেন। পুকুর, ঘের ক্ষতিগ্রস্থ হলে পোনা বিতরণ করা, ক্ষুদ্র ঋণ (ঘূর্ণায়মান তহবিল) নতুনভাবে বরাদ্দ না দিয়ে দুর্যোগকালীন সময়ে দেয়া যায়। আইডি কার্ড দিয়ে পিসি কালচারে ঋণ দেয়া যায়। এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে সার্বিক যোগাযোগের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় বলেন, ০৯/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার পর বন্যা পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শ করা হয়। Disease এবং Quality Control নিয়ে কাজ করে এমন তিনটি টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। গত বছর অনেক জেলায় রেণু পোনা বিতরণ করা হয়। তিনি আপদকালীন বিতরণের জন্য দুই লক্ষাধিক পোনা বর্তমানে লালন করা হচ্ছে বলে জানান। তিনি মৎস্য অধিদপ্তরকে দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেণু পোনার বাফার স্টক রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

০৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় বলেন যে, বিএলআরআই বন্যা পরবর্তী সময়ে ঘাস সরবরাহের জন্য ক্যাম্পাসে ঘাস উৎপাদন করে থাকে। এবছরও ঘাস উৎপাদন করা হচ্ছে, যা সরবরাহ করা যাবে। তিনি পলিথিন ব্যাগে ঘাস ও খড় সংরক্ষণ করে দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় বলে সভায় জানান।

১০। অধ্যক্ষ, মেরিন ফিসারিজ একাডেমি ঝড় ও সাইক্লোনের সময় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে রক্ষিত 'আর ভি মীন সন্ধানী' গবেষণা ও জরিপ জাহাজটিকে আরো নিরাপদ স্থানে রাখা প্রয়োজন বলে সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জাহাজটিকে মেরিন ফিসারিজ একাডেমির পল্টুনে রাখা যেতে পারে বলে মত দেন।

১১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের উপপরিচালক বলেন, বন্যা উত্তর কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের অনুরূপ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রংপুর অঞ্চলের উপপরিচালক ভ্যাকসিনের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা এবং বন্যার পূর্বে তা মাঠ পর্যায়ে সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অনুরোধ জানান।

১৩। ভারপ্রাপ্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বন্যার সময় খামারিদের সরবরাহের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যে পোনা মজুদ রয়েছে এবং ঘাস উৎপাদন করা হচ্ছে তা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে (মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর) অবিহিত করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন, ডেল্টা প্লান এবং এ মন্ত্রণালয়ের আগামী ৫০ বছরের প্লানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর গুরত্ব দিতে হবে। এছাড়া আপদকালীন সময়ে গবাদিপশুর গো-খাদ্যের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে যে ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা মাঠ পর্যায়ে কিভাবে ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে অবাহত যোগাযোগ রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৪। সভার সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের একটি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। এ বছর কালবৈশাখীর প্রকট বেশি। মৎস্য ও প্রাণি দুটোই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মৎস্য ভেসে যায়, প্রাণি মারা যায়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয়ভাবে UNO/ PIO এর মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। আমাদের নেই। আমরা স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় করে ব্যবস্থা নিতে পারি। প্রাণের জন্য যেরূপ বরাদ্দ থাকে, প্রাণির জন্য অনরূপ বরাদ্দ থাকলে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিতরণ করা যেতে পারে। মাছের ঘের ভেসে গেলে জেলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের সহায়তা করা যেতে পারে। উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। সভাপতি মহোদয় পোনা অবমুক্তকরণ এবং অভয়াশ্রম রাখার উপর জোর দেন। অভয়াশ্রমের ফলে প্রাকৃতিক মাছগুলো টিকে থাকবে মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। বন্যাপ্রবণ এলাকার খড় এবং ঘাস খামারীরা বন্যার সময় পলিথিনের ভিতর সংরক্ষণের জন্য প্রচার প্রচারনা করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। আমাদের দেশের স্যানেটারী ব্যবস্থা অনুকরণীয় মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি আগামী ৫ বছরের মধ্যে জেলেদের এবং মাছের ঘেরের তালিকার ডাটাবেজ তৈরি করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভার সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, মৎস্য অধিদপ্তরকে উপকূলীয় জেলাসমূহে আরো বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ জেলেরা গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণে যায়। বর্তমানে প্রায় ৭০০০ টি আর্টিসেনাল বোট ও ২৪৭ টি সমুদ্রগামী মাছের ট্রলার Install করা হয়েছে। সেগুলো দুযোর্গকালীন সময়ে আবহাওয়া দপ্তরে সংকেত পায় কিনা সে বিষয়ে মনিটরিং করা এবং জেলেরা মাছ ধরা অবস্থায় যাতে রেডিও বা অন্য কোন সংকেতের মাধ্যমে তাদের জীবনহানি রোধ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। যারা সমুদ্রে যায় তারা কোন নৌকায় যায়, তাদের ট্রলারগুলির নাম্বারিং আছে কিনা, সর্তকবানী শোনার ব্যবস্থা আছে কিনা সেটা সবচেয়ে বড় কাজ। পূর্বে যদিও এ বিষয়ে সে রকম উদ্যোগ ছিল না। বর্তমানে তা Regular way তে করতে হবে। তিনি রমজানের (ঈদ-উল-ফিতর) পর পরবর্তী ঈদ-উল-আযহার পশু কোরবানীর জন্য এখন থেকেই পশুর হিসাব করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৫। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১৫.১ দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে (দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগউত্তর) করণীয় বিষয় সম্বলিত Plan of Action তৈরি করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

১৫.২ দুর্যোগকালীন পরবর্তী সময়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে কী কী আছে অর্থাৎ জেলে, পুকুর, খামারী, গবাদিপশু ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেইজ প্রস্তুত করতে হবে।

১৫.৩ আকস্মিক বন্যার সময় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন বিভাগ/জেলা/উপজেলা অফিসসমূহকে সর্তক থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে সমন্বয় বাড়াতে হবে।

১৫.৪ আপদকালীন অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে এবং সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আপদকালীন মজুদ বা প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রস্তুতি রাখতে হবে।

১৫.৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে বিভিন্ন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত চাহিদা সম্বলিত তথ্য যাচাই করে দ্রুত বরাদ্দ প্রদানের পরবর্তী ব্যবস্থা সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

১৫.৬ কৃষি পুনর্বাসনের অনুরূপ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৭ সমুদ্রগামী মাছের ট্রলারগুলোর তালিকা করতে হবে।

১৫.৮ জেলেরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা অবস্থায় দুযোর্গকালীন আবহাওয়ার সংকেত প্রদান করে তাদের জীবনহানি রোধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নারায়ন চন্দ্র চন্দ
মাননীয় মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মানীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৫/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

| ক্রঃ নং | কর্মকর্তার নাম, পদবী ও অফিস ঠিকানা | টেলিফোন/মোবাইল নম্বর | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১. | | | |
| ২. | দিলদার হোসেন<br>চেয়ারম্যান<br>বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড<br>কার্যালয় | 01711240866 | |
| ৩. | ড. মোঃ হাসনুত কবির আহমদ<br>যুগ্মসচিব<br>মন্ত্রণালয় | 01552446711 | |
| ৪. | ড. রিয়াজিত হোসেন<br>মহাপরিচালক<br>ক্রীড়া অধিদপ্তর | ০৯৯-৬৫৮৭৪ | |
| ৫. | ড. [illegible]<br>মহাপরিচালক,<br>বিডিআরসিএস। | ০১৭১১-৭৩০১১৯<br>০২-৯৯১১১৭৬ | |
| ৬. | মোঃ শোকাউল কবির<br>উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)<br>[illegible] | ০১৭২৭-৫৪২২৫৭ | |
| ৭. | [illegible]<br>[illegible], [illegible], [illegible] | ০১৭৪৭ [illegible]<br>principalmfn@yahoo.com | |
| ৮. | মোঃ মাহমুদুল হক<br>উপপরিচালক<br>বিভাগীয় প্রশিক্ষণ দপ্তর, রংপুর | ০১৭১১০১৬১০১<br>mahmudulhaq@yahoo.com | |
| ৯. | মোঃ আবুল কাশেম<br>উপ-পরিচালক<br>বিভাগীয় প্রশিক্ষণ দপ্তর, বরিশাল | ০১৭১২২১১১০২<br>Kashem 6187@gmail.com | |
| ১০. | ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন<br>বিভাগীয় কমিশনার, [illegible]<br>বিভাগীয় কমিশনার অফিস, | mgias07@yahoo.com<br>01711055597 | |
| ১১. | হাফছা বেগম<br>উপসচিব<br>MOFL | 01711310077<br>hafsabegum20@gmail.com | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২. | নিহার মুন্সী<br>উপসচিব, MoFL | 01552459651 | |
| ১৩. | মোঃ আকমল হোসেন<br>উপ-প্রধান, MoFL | 01732647372 | |
| ১৪. | ড. এ, টি, এম, খালেদুর রহমান<br>চেয়ারম্যান, ডিএলআর | 01711600 0069 | |
| ১৫. | ড: মোঃ সিরাজ উদ্দিন<br>উপপরিচালক, DLS, সিলেট | 01919 608885 | |
| ১৬. | ড: মোঃ আব্দুল হাসিব<br>DD, Dhaka Div. DLS | 01711229677 | |
| ১৭. | মোঃ জোবায়ের বিল্লাহ<br>উপসচিব, MoFL | 01552304591 | |
| ১৮. | মোঃ লিয়াকত আলী<br>যুগ্মপ্রধান | [illegible] | |
| ১৯. | ড. এ এফ এম মুনিমুল হক<br>যুগ্মসচিব,<br>MoFL. | 01711430281 | |
| ২০. | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান<br>যুগ্মসচিব, (অডিট) | 01711-301418 | |
| ২১. | তাপিস কুমার বালা<br>যুগ্মসচিব (আই-৪) | 01715895877 | 30.03.2017 |
| ২২. | ড: মো: আইনুল হক<br>মহাপরিচালক, DLO | 01796262723 | |
| ২৩. | মো: তৌফিকুল ইসলাম<br>যুগ্মসচিব | 01711684616 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪. | অরুন কুমার মালাকার<br>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)<br>[illegible] | ০১৭১৮৭২৬১৯৬ | |
| ২৫. | মোঃ শফিকুল ইসলাম<br>উপসচিব (প্রশাসন-৩) | ০১৭১১৫৫৬৪০ | ১৫.৫.২০২৪ |
| ২৬. | মোঃ আবু বকর সিদ্দিক<br>উপ-সচিব (সংস্থা-২) | ০১৭১৫০০২১০১ | |
| ২৭. | | | |
| ২৮. | | | |
| ২৯. | | | |
| ৩০. | | | |
| ৩১. | | | |
| ৩২. | | | |
| ৩৩. | | | |
| ৩৪. | | | |
| ৩৫. | | | |
| ৩৬. | | | |